প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপের ব্যবহার, ফিল্টারিং অ্যাপ, সেফ সার্চ, অ্যাক্টিভিটি মনিটরিং অ্যাপ ব্যবহার

Digital Literacy Center

তুই কী খুব ব্যস্ত? একটা প্রয়োজন ছিল

বলো ভাইয়া।

সেদিন যে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল নিয়ে বললি, তো এটা সেট আপ করবো কীভাবে বুঝতে পারছি না।

ও আচ্ছা বলছি শোনো,

তোমার ফোন থেকে গুগল প্লে স্টোর ওপেন করবে।

তারপর প্লে স্টোরের সেটিংসে যাবে।

এবার প্লে স্টোর ওপেন হবার পর উপরে ডানদিকে প্রোফাইল ছবি/আইকনের ওপর ক্লিক করবে।

একটি মেন্যু আসবে যেখানে নিচের দিকে সেটিংস অপশনটি

সেটিংসে গেলে দেখবে Family নামে একটা অপশন আছে যার মধ্যে আরেকটি অপশন পাবে parental control নামে।

ঠিক আছে, তারপর?

তারপর Parental control এ ক্লিক করে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অন করতে হবে।

অন করার সাথে সাথে একটি পিন দিতে বলবে। এই পিন তোমার পছন্দমত দিবে।

পিন দেয়ার পরে একই পিন আবারও কনফার্ম করতে হবে।

আচ্ছা তারপরে?

তারপরের ধাপে গেলে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্টে নিয়ন্ত্রণ আরোপের অপশন দেখাবে।

যেমন Apps and games, Movies, Music.

এইবার যেকোনো একটি ক্যাটাগরি নির্বাচন করে ক্লিক করলে বিভিন্ন বয়সের ক্যাটাগরি দেখাবে যে তুমি কোন বয়সের উপযোগী কন্টেন্ট রেস্ট্রিক্ট করতে চাচ্ছো।

সেগুলো নির্বাচন করে Save চাপলে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অন হয়ে যাবে।

এত সহজ?

হ্যাঁ ভাইয়া জানলে সবই সহজ।

ফিল্টারিং অ্যাপ আর সেফ সার্চ কিরে? অফিসের কলিগরা কথা বলছিলো তখন শুনলাম।

ফিল্টারিং অ্যাপ অযাচিত ওয়েবসাইটে যাওয়া, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, চ্যাটিং মাধ্যমে খুব বেশি সময় ব্যয় করা,

বয়সের অনুপযোগী কন্টেন্ট দেখা এই বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ফিল্টারিং অ্যাপ হলো FlashStart, Net Nanny এবং Kaspersky Safe Kids.

আর বাচ্চাদের ডিভাইসে সেফ সার্চ অন করে রাখলে এডাল্ট কন্টেন্ট বা ভায়োলেন্ট কন্টেন্ট বাচ্চাদের সার্চ রেজাল্টে আসে না।

কীভাবে সেফ সার্চ অন করবো?

বলছি,

ডিভাইসে থাকা G এর মত দেখতে গুগল অ্যাপটি ওপেন করবে।

সেখান থেকে সেটিংস এ যাবে।

সেখানে দেখবে Hide explicit results নামে একটি অপশন আছে।

এই অপশনে ক্লিক করে সেফ সার্চ অন করতে পারবে।

স্ক্রিনের উপরে তালা চিহ্ন থাকলে বুঝবে সেফ সার্চ অন আছে।

জোশ! আসলে চারিদিকে কত নিউজ তাই বল্টুকে নিয়েই যত ভয়।

তাহলে তুমি চাইলে অ্যাক্টিভিটি মনিটরিং অ্যাপটাও ব্যবহার করে দেখতে পারো।

অ্যাক্টিভিটি মনিটরিং অ্যাপটা আবার কী?

শিশুদের অনলাইন অ্যাক্টিভিটি মনিটর করা এবং তাদের ঝুঁকির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এই অ্যাপ ব্যবহার করা হয়।

বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি অ্যাক্টিভিটি মনিটরিং অ্যাপ হলো iOS 12, Circle, Monqi Phone, Boomerang এবং Qustodio.

আচ্ছা বল্টু যে বুদ্ধিমান হয়েছে ও আবার এসব অ্যাপের নিয়ন্ত্রণের সেটিংস পরিবর্তন করে ফেলবে না তো?

শোনো ভাইয়া,

হতেই পারে। নতুন প্রজন্ম প্রযুক্তিগত জ্ঞানের দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে।

সেজন্য অভিভাবকদের প্রযুক্তি ব্যবহার ও জানার প্রতি আগ্রহী হতে হবে।

ঠিক আছে, তোকে অনেক ধন্যবাদ।